R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/RNP 214

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই পৌষ, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
৩রা জানুয়ারী, ২০০১ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৪০ টাকা

চরের জমি দখল নিয়ে মালদা ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন নিখোঁজ, ১জনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কার 'গঙ্গা ভবন' এর সামনে মালদা ও মুর্শিদাবাদের বর্ডার এলাকায় গঙ্গা নদীতে সম্প্রতি বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে একটা নতুন চরের উদ্ভব হয়। এই চরে ফসল লাগানো নিয়ে গত ২৭ ডিসেম্বর মালদা বৈষ্ণবনগর থানার গ্যামনপাড়া, আতারটোলার লোকজনদের সাথে ফরাক্কা থানার পলাশীপাড়া, নিমতলা, ঘোষপাড়া এলাকার লোকেদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। আতারটোলার লোকেরা ওদের চারজনকে মুর্শিদাবাদের চর দখলকারীরা খুন করে মৃতদেহ গুম করে দিয়েছে বলে বৈষ্ণবনগর থানায় অভিযোগ আনে। ৩১ ডিসেম্বর বিকেলে গোমানী নদী থেকে একজনের মুন্ডহীন দেহ ফরাক্কা পুলিশ উদ্ধার করে। বৈষ্ণবনগর এলাকার লোকেরা মৃতদেহটি তাদের লোক মহাব আলির বলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পশ্চিমবঙ্গের বুড়ো শিব গেলেন, তরুণ কার্তিক এলেন—অধীর চৌধুরী

বিশেষ সংবাদদাতা : 'পশ্চিমবঙ্গে ২৪ বছর রাজত্ব করে রাজ্যকে দেউলিয়া করে বুড়ো শিব গেলেন, তরুণ কার্তিক এলেন'—কথাগুলি বলেন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী গত ৩০ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটের এক প্রকাশ্য জনসভায়। জনসভার পর রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে এক প্রতিনিধি সম্মেলনেরও আয়োজন করে পরিবহন কংগ্রেস। প্রকাশ্য জনসভায় অধীর ছাড়া সুতীর বিধায়ক মহঃ সোহরাব, সেখ নিজামুদ্দিন, মহিলা নেত্রী পদ্মা দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের পক্ষে কালু সেখ সভা পরিচালনা করেন। অধীর পরিবহন কর্মচারীদের স্বার্থে কিছু বক্তব্য রাখার পরই সরাসরি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সমালোচনায় চলে যান। এছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমার (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিক ফাইনালে বসার দাবীতে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের স্কুলে তুলকালাম কাণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল হাই স্কুলের টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য ৭৩ জন ছাত্রকে মাধ্যমিকের ফাইনালে বসার সুযোগ দিতে হবে এই দাবীতে এস এফ আই সংগঠক গত ২২ ডিসেম্বর ঐ স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বপন মৈত্রকে দীর্ঘ সময় অফিসে ঘেরাও করে রাখে। তারা ফোনের লাইন কেটে দেয়। অফিসের চেয়ার-টেবিল ফেলে কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবকিছু লন্ডভন্ড করে দেয়। স্বপনবাবু হাতজোড় করেও আন্দোলনকারী ছাত্রদের হাত থেকে রেহাই পাননি। এক সাক্ষাতকারে স্বপন মৈত্র জানান, মাধ্যমিকের ১৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৩ জন অকৃতকার্য্য হয়। বন্যার কারণ দেখিয়ে এস এফ আই-এর ব্যানারে একদল ছেলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাম রাজনীতি থেকে সসম্মানে চলে এসেছি —সৈফুদ্দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'কোন মনোমালিন্য বা হিংসা চাইনি। মতবিরোধ হওয়ায় বাম রাজনীতি থেকে সসম্মানে চলে এসেছি। বর্তমানে না বাম না ডান, দুইয়ের মধ্যপন্থায় এক ভিন্ন পথে জনচেতনা মঞ্চ চলতে চায়' —বলেন জনচেতনা মঞ্চের প্রধান নেতা সৈফুদ্দিন চৌধুরী গত ২ জানুয়ারী জঙ্গিপুর পি ডব্লু ডি ময়দানে এক প্রকাশ্য জনসভায়। তিনি বলেন, 'আমি সিপিএম বা কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বক্তব্য রাখতে চাই না। কে আদর্শের কথা বলছে, কে গণতন্ত্রের পথে চলছে—তা বলবে জনগণ। দল নিজে ভাঙ্গে, আমার মতো কোন একজন ব্যক্তি (শেষ পৃষ্ঠায়)

আন্তঃ জেলা বিদ্যালয় বালিকা ফুটবলে হাওড়া চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী ময়দানে গত ২৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দ্বিতীয় বর্ষ আন্তঃ জেলা বিদ্যালয় বালিকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় আয়োজক মুর্শিদাবাদ জেলাসহ মোট পাঁচটি জেলা দল অংশগ্রহণ করে। টান টান উত্তেজনার মধ্যে ফাইনালে হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগণা দলের মধ্যে খেলায় নির্ধারিত সময়ের পর টাই ভাঙ্গা পদ্ধতিতেও খেলার মীমাংসা না হওয়ায় সাডেন ডেথে হাওড়া দল জয়লাভ করে। যদিও সারা খেলায় প্রাধান্য ছিল উত্তর ২৪ পরগণা দলের। (শেষ পৃঃ)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই পৌষ বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ আর্সেনিকের জ্বালা ॥

আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন হইতে জানা যায় যে, এই জেলার প্রায় সর্বত্র জলে আর্সেনিক থাকায় এক সমস্যা—জীবন ধারণের সমস্যা দেখা দিয়াছে। গ্রামে গ্রামে প্রচুর সংখ্যায় গভীর নলকূপ বসান হইয়াছে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে। ইহার ফলে হয়ত সবুজ বিপ্লব সার্থক হইতেছে; কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলস্তর অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় জলে আর্সেনিকের আধিক্য দেখা যাইতেছে এবং এই আর্সেনিক-মিশ্রিত জল নলকূপের দ্বারা উত্তোলন করিয়া মানুষ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। আরও জানা যায় যে, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান, ২৪ পরগণা ও হাওড়া জেলায় জলে ১০০ ফুট হইতে ৩০০ ফুট গভীরে যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক মিশিয়া রহিয়াছে। নলকূপের সাহায্যে এই জল তুলিয়া ব্যবহার করা হইতেছে। ফলে ঐ সব অঞ্চলের মানুষ অনেকেই আর্সেনিকজনিত রোগের শিকার হইয়া পড়িতেছেন। যে সব জায়গায় জলে লোহার আধিক্য আছে, আর্সেনিকের অস্তিত্ব সেখানেই বেশি। আর্সেনিককে সেঁকো বিষ বলা হয়। এই বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে এক জ্বালাকর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ইহাতে রোগীর কষ্টের অবধি থাকে না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষ আর্সেনিকের জন্য বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। জঙ্গিপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ ১নং ও ২নং, সুতী ১নং ও ২নং ব্লকসমূহে জলে যথেষ্ট আর্সেনিকের সন্ধান মিলিয়াছে। ইহা ছাড়া মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর ১নং ও ২নং, ভগবানগোলা ১নং ও ২নং ব্লকগুলির অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু গ্রামে এবং বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ডোমকল, জিয়াগঞ্জ, নওদা, হরিহরপাড়া, জলঙ্গী প্রভৃতি জায়গায় বহু মানুষ আর্সেনিকের শিকার হইয়াছেন।

জেলায় জল পরীক্ষার কেন্দ্র কিংবা আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য চিকিৎসাকেন্দ্র না থাকায় মানুষ আরও অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। আর্সেনিকমুক্ত জল সরবরাহের তেমন ব্যবস্থা প্রসারিত না হওয়ায় অগণিত লোককে এই বিষ জল ব্যবহার করিতে হইতেছে। এই মহকুমা শহরে জঙ্গিপুরের মানুষ আর্সেনিকমুক্ত জল পাইতেছেন। পাইপলাইন দ্বারা এই জল সরবরাহ করা হইতেছে। কিন্তু রঘুনাথগঞ্জে সে ব্যবস্থা অত্যন্ত আংশিক। এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে সরকারী সচেতনতার একান্ত প্রয়োজন।

হালফিল খবর কী?— প্রশ্ন।

—লস্করই তোইবার দুই ফিদাইন অতি সম্প্রতি 'মার দিয়া কেল্লা' করে লালকেল্লায় (১) তাণ্ডব চালাল, (২) নিরাপদে পালাল আর (৩) সরকারের মুখে ঝামা ঘষে দিল।

* * *

লালকেল্লার ঘটনায় শ্রীবাতুল মনে করেন—

—গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা, বিপন্ন কর্মসংস্কৃতি এবং আরও কত কী।

* * *

কাত্রোচ্চি গ্রেপ্তার হলেন।— খবর।

—এই ইস্যুতে বিজেপি আর কংগ্রেসের মধ্যে চলছে বাগ্‌যুদ্ধ; আর কাত্রোচ্চি বলছেন, "আমি কাতরাচ্চি"।

* * *

আদবানিজি নাকি বলেছেন যে, এই রাজ্যে হিংসা চলতে থাকলে মানুষ ভোটে তার জবাব দেবে।

—ভোট দেওয়ার আগেই কত জায়গায় ভোট দেওয়া হয়ে যায় যে! জবাব কে দেবে?

* * *

জর্জ ডব্লু বুশ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ায় শ্রীবাতুল বললেন—"বুশ সাহেবের পুশ্, আল গোরকে দিল হুঁশ"।

* * *

"প্রাক্তন রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর জন্য সরকারী দেখভালে একাধিক প্রাসাদ, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা, বিশাল কনভয়সহ যাতায়াত ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে।"—জনান্তিকে শ্রুত।

—হীরো ওয়ারশিপ!

আবার গাছ রহস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা: জঙ্গিপুর পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের রঘুনাথপুরে গত বন্যায় একটি বড় পাকুড়গাছ উলটে পড়ে যায়। ঐ বিশাল গাছটি নাকি কমিশনারের কারসাজিতে মাত্র ২০০ টাকায় পুরসভা এক মসজিদ কমিটিকে বিক্রী করে। যার বাজার মূল্য ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা।

জঙ্গিপুরের কড়চা

পৌষ—উৎসবে ও উপলব্ধিতে

নিম্নচাপের আর ঘূর্ণাবর্তের ঘেরাটোপ থেকে মুক্তির ছাড়পত্র পেয়ে ছুটে আসছে উত্তুরে হাওয়া। দাপানি নাই, আছে তীব্রতা। শীত পড়লো, এলো যে শীতের বেলা। এলো পৌষ মাস, ডিসেম্বরের অন্তিমকাল। কারো মতে শীত কষ্টের আবার কেউ বলেন সুখের। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম কবে কোন কালে বলেছিলেন: পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজনে। কেন তারা সুখী? কারণ তাদের জন্য জবুথবু বৃদ্ধ শীত সাদা চুল দাড়ি গোঁফ নিয়ে সান্তাক্লজের মতো সঙ্গে নিয়ে আসে সম্ভোগের আর সুখের আহারি, বাহারি নানান ব্যাভার। তারপর তো আছেই 'তৈল-তূলা-তনুনপাৎ-তাম্বুল-তপন।' আর দুঃখীজনের জামানত জব্দ থাকায় জানু-ভানু-কৃশাণু শীতের পরিত্রাণ।

ছুটে আসার ডাক দিয়েছে পৌষ। পাতা ঝরানো আর হাড় কাঁপানোতেই তার কাজ শেষ নয়। তরতাজাদের জন্য পিকনিক্, পৌষালো, চড়ুইভাতি আর পোষড়ার আবেশ, আবহাওয়া, আবেগের যোগান। অগ্রহায়ণের নবান্নের নতুন রসের আস্বাদনের মৌতাত শেষ হতে না হতে পৌষ পার্বণের নিমন্ত্রণ। বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌষ পার্বণের খাবারের মেনুতে বিচিত্র স্বাদগন্ধে ভরা পিঠে পুলির সমাবেশ। নবান্নের মতো পৌষ পার্বণ যেন শুধু রসনা তৃপ্তির উৎসব নয়, আনন্দেরও উৎসব। কবি ঈশ্বর গুপ্তকে বড় বেশী করে মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁর কবিতার কয়েকটি চরণ: আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর / গড়িতেছে পিঠে পুলি অশেষ প্রকার। / বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা, / হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা।'

এই পৌষ মাসের ৭ই পৌষ এক স্মরণীয় দিন। দিনটি ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবণের পুণ্য দিন। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: সেদিন তিনি তাঁর সত্য ধর্মকে পেয়েছিলেন, ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়েছিলেন। আর সে দিনটা রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ছিল তেমনি পবিত্র—জীবনের শেষ সাতুই পৌষ পর্যন্ত এই দিনটি তিনি স্মরণ করেছেন।

আরো উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯১০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে মন্দিরে প্রথম খ্রীষ্ট উৎসবের উপাসনা পরিচালনা করেছিলেন। এই পৌষ মাস হচ্ছে বড়দিনের (৩য় পৃষ্ঠায়)

রাজ্য সভাপতির উপস্থিতিতে বিজেপির জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সম্মেলন গত ৩০ ডিসেম্বর বহরমপুর রবীন্দ্রভবনে বিপুল উৎসাহে শেষ হোলো। রাজ্য সভাপতি ডঃ অসীম ঘোষ ছাড়াও দুই সম্পাদক যাঁরা সদ্য এই জেলার 'যৎসামান্য মনোমালিন্য' মেটাতে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন এরমধ্যে কিষণলাল চন্দাও উপস্থিত ছিলেন। জেলার বিশিষ্ট কর্মী ও নেতাদের ১৫০০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৪৫৫ জন সম্মেলনে উপস্থিত হন। জঙ্গিপুর মহকুমা ও জেলায় কিছুটা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকলেও তার খুব একটা প্রভাব সেদিন দেখা যায়নি। সাগরদীঘি মন্ডলের সভাপতি, সম্পাদক, রঘুনাথগঞ্জ ২নং সম্পাদক ও বিশিষ্ট ৪/৫ জন নেতাসহ মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের ও পৌরের সভাপতি, সম্পাদক উপস্থিত ছিলেন। শুধু ফরাক্কার সভাপতি সাবিরুদ্দিন সম্মেলনে যাননি। জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী আদর্শগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যাঁরা পরিষ্কার সেই সব কর্মীদের এক হয়ে কাজ করতে আহ্বান জানান। রাজ্য সভাপতি বলেন বিধানসভা নির্বাচন এসে গেছে। ভারতবর্ষের সার্বিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমাদের ত্যাগী কর্মীদের আরো সংযমী ও সহ্যশীল হতে হবে। মনে রাখতে হবে এন, ডি, এ, সরকার চলে গেলে দেশকে যারা দেউলিয়া করেছে এবার তারা গদী দখল করে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করে দেবে ভারতকে। মনোমালিন্য যাই থাকুক মিটিয়ে নিন। রাজ্যেও আমরা দরজা খুলে রেখেছি। অসাংবিধানিক কোন ব্যক্তির পুজো আমরা করবোনা। সিপিএম এর সন্ত্রাস ও লুটপাট রুখতে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করুন। জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী পৃথকভাবে সভাপতিকে জেলার কিছু বিশেষ পরিস্থিতির কথা জানান। ঐক্যের স্বার্থে তিনি ও আরো কয়েকজন জেলার পদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত বলেও ঘোষণা করেন।

জঙ্গিপুরের কড়চা (২য় পৃষ্ঠার পর)

উৎসবের মাস। ২৫শে ডিসেম্বর সেই পবিত্র দিন। জোব চার্ণকের তিনটি গ্রাম নিয়ে গড়া তিনশো বছরের ক্যালকাটা এই ডিসেম্বরে 'কল্‌কাতা' নামে অভিহিত হলো। ক্যালকাটার কলকাতা নামকরণ অনেকের কাছে অভিনন্দিত হলো—তাও সে পৌষ মাসেই।

বাংলা পৌষ মাসেই পড়ে ইংরেজী ২৫শে ডিসেম্বর। পৌষ পার্বণের মতো অবাঙালী-বাঙালী সবার কাছেই নিয়ে আসে উৎসবের চেহারা, খুশির মেজাজ। অন্যান্য উৎসবের মতোই বড়দিন আজ সবার উৎসব। এই পবিত্র দিনে বেথেলহেমের অস্তাবলে আবির্ভূত হয়েছিলেন পরিত্রাতা প্রভু যীশু। শুনিয়েছিলেন মানুষের জয় আর মানবতার জয়বার্তা। বড়দিন শুধু উৎসবের দিন নয়, প্রার্থনারও দিন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।'

এবারে পড়েছে এই মাসেই ঈদোৎসব। দান-খয়রাতে, আনন্দে, সৌহার্দ্যে ভরা এই উৎসব। পারস্পরিক মোবারক মিনিময়ের সুযোগ এসেছে এই সময়ে—এই পৌষে।

যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অসিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা / ফোন নং- ৬৭৫৫৫

ভাগীরথীতে ডুবে গ্যামন ইণ্ডিয়ার শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর উপর ব্রীজ তৈরীতে নিযুক্ত গ্যামন ইন্ডিয়া কোম্পানীর ঠিকাদারের এক শ্রমিক গত ২২ ডিসেম্বর সকালে নদীতে ডুবে গিয়ে মারা যান। শ্রমিকটির নাম অজয় প্রসাদ (৩০), বাড়ী ফরাক্কা। জানা যায়, অন্য দিনের মতো সেদিনও তিনি নৌকায় পার হবার সময় অসাবধানবশত নৌকা থেকে পড়ে গিয়ে জলে তলিয়ে যান। দু'জন সঙ্গী তাঁকে উদ্ধারে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারেননি। সংবাদ লেখা পর্যন্ত অজয়ের কোন সন্ধান মেলেনি।

সাদিকপুর বি, কে হাই স্কুলের চারটি আসনেই পঞ্চায়েত জোটের প্রার্থীরা জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ ডিসেম্বর সুতী থানার সাদিকপুরের নতুন হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে চারটি আসনেই পঞ্চায়েত জোট প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। পঞ্চায়েত জোটের মধ্যে আছে আরএসপি, কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। অপর পক্ষের বিরোধী দল সিপিএম প্রার্থীরা চারটি আসনেই পরাজিত হন। পরাজিত সিপিএম প্রার্থীর মধ্যে চৈতন্য দাস সর্বোচ্চ ১৪২টি ভোট পান। অন্যদিকে জয়ী চার জোট প্রার্থীরা পঞ্চানন দাস (২০৭), নরহরি দাস (১৯৯), স্বাধীন দাস (১৮১), ষষ্টি দাস (১৮২) ভোটে জয়লাভ করেন।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অরঙ্গাবাদ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস গত ২৫ ডিসেম্বর ৬৪ বৎসর বয়সে কলকাতায় হৃদরোগে মারা যান। ড, এন কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি ওখানে যুক্ত। শেষ কয়েক বৎসর ধীরেনবাবু নিষ্ঠার সাথে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেন। অরঙ্গাবাদের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সদালাপী ধীরেনবাবুর মরদেহ ২৬ ডিসেম্বর অরঙ্গাবাদে নিয়ে এলে সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। ওখান থেকে তাঁর বহরমপুর বাসভবনে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে খাগড়াঘাট শ্মশানে ধীরেনবাবুর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

বাসোপযোগী ফাঁকা জায়গা বিক্রয়

১। উমরপুর চৌমাথার নিকটে ১৪½ কাঠা।

২। বাণীপুর মোরাম রাস্তার ধারে ৬ কাঠা।

৩। মিঞাপুরে মৃণালিনী বিড়ি কোং-এর নিকটে পিচ রাস্তা লাগোয়া ব্যবসা উপযোগী ১১ কাঠা।

৪। মলয় বিড়ি ফ্যাক্টরীর পিছনে দেউলী যাবার মোরাম রাস্তার ধারে ২০ কাঠা একত্রে বা পৃথকভাবে বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ—

রাজারাম মুন্দ্রা, সাহেববাজার, জঙ্গিপুর,

ফোন—৬৪২২১/৬৬১১৬

Notice

I Nejumuddin Sekh hereby declare that my Peerless Certificate No. 41776142 dated 30/6/1989 pertaining to Berhampore Branch has been lost from my custody since September 2000. I have applied to the authority to issue me a duplicate Certificate. If there is any objection or claim from anybody please raise within 30 days here of.

ছাত্রদের স্কুলে তুলকালাম কাণ্ড (১ম পৃষ্ঠার পর)

২১ ডিসেম্বর স্কুলে এসে অকৃতকার্য্য ছাত্রদের ফাইনালে সুযোগ দেবার দাবী জানালে আমি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করি। কেননা স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কারণে বোর্ড থেকে আমাকে শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এরপর এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ওরা স্কুল চত্বরে পোষ্টার মারে। ২২ জুলাই স্কুলে এসে আমাকে ঘেরাও করে রাখে। এই পরিস্থিতিতে ঐ গ্রামেরই স্কুল সেক্রেটারী অতন্দ্র সরকারকে খবর পাঠালেও তিনি আসেন না। প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্কুলের কয়েকজন কর্মী ও শিক্ষক ছাত্রদের কাছে অপমানিত হন। শেষে বাধ্য হয়ে আমি ওদের দাবী মেনেনি। রাত নটা পর্যন্ত ফরম ফিলাপ করে পরদিন শেষ তারিখ লেট ফি দিয়ে ঐ ৭৩ জনের ফরম জমা দিয়ে আসি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় এবিটিএ শাখা একটা আলোচনা সভায় বসে।

বালিকা ফুটবলে হাওড়া চ্যাম্পিয়ন (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্য দুই দল মধ্য ও উত্তর কলকাতা জেলা দল খেলায় অংশগ্রহণ করলেও প্রথম দু' দিন খেলার মান মোটেই উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি। খেলার উদ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলোক সরকার, জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, জেলা যুব কল্যাণ ও শারীর শিক্ষা আধিকারিক অশোক বিশ্বাস, সুতীর কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ সোহরাব প্রমুখ। জঙ্গিপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে শেষ হওয়ায় আয়োজক জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা ছাড়াও ক্রীড়া সংস্থার রাজ্য স্তরের অধিকর্তারাও পরিচালকমণ্ডলীসহ রঘুনাথগঞ্জ-বাসীদের অভিনন্দন জানান। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল স্পোর্টসের যুগ্ম সম্পাদক এক সাক্ষাতকারে জানান, রঘুনাথগঞ্জের এই খেলা থেকেই ১৭ জন খেলোয়াড় বাছাই করে রাজ্য বিদ্যালয় বালিকা ফুটবল দল তৈরী হবে। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার প্রশংসা করে বলেন, গত ৯৮-৯৯ বর্ষে কান্দীতে ভলিবল এবং ৯৯-২০০০ বর্ষে সাগরপাড়ায় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদে করেছিলাম। এছাড়া বহরমপুরে খো খো, কাবাডির প্রতিযোগিতাও হয়েছে। তাই ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদ রাজ্য স্তরের আরও প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবে বলে তিনি মনে করেন।

সসম্মানে চলে এসেছি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন দল ভাঙ্গতে পারে না। আমরা কেবল একটা নতুন দলের জন্ম দিচ্ছি—যে দল ক্ষেত মজুরদের, বেকারদের স্বার্থ রক্ষা করবে। আমরাও আদর্শের কথা ভুলে অন্যান্য নেতাদের মতো বিলাসবহুল, আরামদায়ক জীবনযাত্রা চালাতে পারতাম। আমরা বলছি হিংসা থামাতে হবে। তারপর কম্যুনিষ্ট। রাজ্যে শিল্প বন্ধ হচ্ছে, চাষীরা আলুর দাম পাচ্ছে না একমাত্র সরকারের ভুল পরিকল্পনার জন্য। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। রাজনৈতিক দলগুলি সম্বন্ধে মানুষের যে আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে তা ফিরিয়ে আনতে হবে। সভার প্রথমে আহ্বায়ক গিয়াসউদ্দিন, ছাত্রনেতা সুবীর চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

একজনের মৃতদেহ উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশকে জানায়। ফরাক্কা পুলিশ চরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ২৭ ডিসেম্বর থেকে ওখানে পুলিশ ক্যাম্প দেয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক পুলিশ অফিসার জানান—চরের জমির গণ্ডগোল সহজে মেটার নয়। কারণ চরের ডিমারকেশন হঠাৎ সম্ভব নয়। আজ যে চর জেগেছে, জল বাড়লে বা বর্ষায় সে চরের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। এছাড়া নদীর প্রবাহকে বাঁচাতে এই সব জেগে ওঠা চর যে কোন মুহূর্তে ড্রেজার দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হতে পারে। তাই এর কোন স্থায়িত্ব নেই।

তরুণ কার্তিক এলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

বৃহৎ শিল্প বিড়ি শিল্পের উন্নতিতে সরকারের উদাসীনতার কথা তুলে ধরেন তিনি বলেন, ভারতবর্ষে প্রতিদিন কোন না কোন শিল্প বন্ধ হচ্ছে, নয় বেসরকারীকরণ হচ্ছে। জাতীয় সম্পত্তি সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অথচ নতুন কিছু তৈরী হচ্ছে না। বিজেপি সরকার বিভিন্ন শিল্পে বেসরকারীকরণ করে শুধু ঘাটতি মেটাতেই ব্যস্ত। তাই বিজেপি সরকার মানুষের সমর্থন হারাচ্ছে।' অন্যদিকে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে অধীর বলেন, 'এতদিনে কম্যুনিষ্ট সরকার বলছে ভারতবর্ষে কংগ্রেস একমাত্র দল যারা দেশকে পরিচালনা করতে পারে। জোট সরকার দিয়ে দেশে স্থিতিশীল সরকার কোনদিনই আসবে না। তাই কংগ্রেসে আসার জন্য নতুন করে মানুষের ঢল নেমেছে। কংগ্রেস হয়তো কখনও একসময় দুর্বল হয়েছিল। তখন যে কংগ্রেসকে বামপন্থীরা কবর দেওয়ার কথা বলেছিল, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কথা বলেছিল, সেই বামপন্থীদের কবরের মাটি খুঁড়ছে তাদেরই দলের বিক্ষুব্ধরা। মানুষও কম্যুনিষ্টদের দীর্ঘ ২৪ বছরের ভাঁওতাবাজী বুঝতে পেরেছে। সিপিএম নেতা জ্যোতিবাবুর আবার দিল্লীর লাড্ডু খাবার সাধ হয়েছে। তাই তিনি এন ডি এ গঠনের মতলব করছেন। আবার তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৪ বছর ধরে রাজত্ব করে রাজ্যকে সবদিক থেকে পিছিয়ে দিয়ে বুড়ো শিব জ্যোতিবাবু গেলেন, এলেন তরুণ কার্তিক বুদ্ধদেব। যিনি একসময় কম্যুনিষ্টদের মন্ত্রীসভাকে চোরেদের ক্যাবিনেট বলেছিলেন। আগে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষকে সবক্ষেত্রে পথ দেখাত। আজ তার অন্তর্জলি যাত্রা হচ্ছে। বুদ্ধবাবু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শুধু ক্যালকাটা নাম পাল্টে কলকাতা আর শিলিগুড়ির বানান পাল্টে সিলিগুড়ি করে রাজ্যের প্রধান সমস্যার সমাধান করলেন। যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৬০ লক্ষ বেকার সেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস সার্থক হ'ল না। জন্মলগ্ন থেকেই তা রক্তাল্পতায় ভুগছে। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে ভয়াবহ বন্যার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদের মানচিত্র যে পাল্টে যাবে এ বছরের বন্যা তার আভাস দিয়ে গেছে। বন্যাত্রাণে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত পিছু একটা করে দেশী নৌকা, পরিবার পিছু একটা করে ত্রিপল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যা তারা অনায়াসেই কেন্দ্রের করুণা ছাড়াই দিতে পারতো। পশ্চিমবঙ্গে এমন বন্যা কেন হ'লো কোন তদন্ত হ'লো না। ব্যারেজগুলি থেকে জল ছাড়ার আগাম বার্তা মানুষকে দেওয়া হ'ল না। অন্যদিকে গঙ্গা-পদ্মার ভাঙ্গনে জেলার বহু গ্রাম, জনপদ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে দিন দিন। সেই গঙ্গা ভাঙ্গনের কাজ সরকার শুখা মরসুমে না করে বর্ষার আগে শুরু করে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা জলে দিচ্ছে। বন্যাত্রাণে দলবাজী এত নোংরা জায়গায় এসেছে যে সিপিএম নেতাদের কথায় বিডিও বন্যার্তদের টাকা বরাদ্দ করছেন। বন্যার ত্রাণের টাকা বন্যার্তদের থেকে কেটে সিপিএম আগামী বিধানসভার নির্বাচনী ফাণ্ড গঠন করছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দারিদ্রকে, অভাব অনটনকে কম্যুনিষ্টরা কোনদিন দূর করবে না। দূর করলে তাদেরও রাজ্য থেকে বিদায় নিতে হবে।' সভার প্রথমে সারা ভারত পরিবহন কর্মচারী কংগ্রেসের হরি সিং, মোঃ সোহরাব বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। সভাপতি কালু সেখ জঙ্গিপুরের বেকারদের জন্য অধীরকে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বলেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।